بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

মানুষ যতক্ষণ নিজের কামনা বাসনা এবং স্বার্থ ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত না হয়, সে কিছুই অর্জন করতে পারে না। বস্তুত সকল জাগতিক সম্মান তাকেই দেওয়া হয় আর প্রত্যেক হৃদয়ে তারই মাহাত্ম্য ও গ্রহণীয়তা সৃষ্টি করা হয়, যে আল্লাহ্‌র জন্য সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে এবং বিসর্জন করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, আর শুধু প্রস্তুতই হয় নয় বরং পরিত্যাগ করে। সারকথা হলো, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে যারা হারায় তাদেরকে সব কিছু দেওয়া হয়।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৯ই মার্চ ২০১৮-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের ত্যাগ ও কুরবানী এবং তাঁদের মাকাম ও মর্যাদা আর তাঁদের প্রতি খোদার নেয়ামতরাজি ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহ্ তা'লার পথে উৎসর্গ করেন আর তিনি নিজে কম্বল পরিধান করেন। কিন্তু খোদা তা'লা এর প্রতিদান স্বরূপ তাঁকে কী দিয়েছেন? তাঁকে পুরো আরবের বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন, তাঁর হাতে ইসলামকে নতুনভাবে জীবিত করেছেন এবং মুরতাদ আরবকে পুনরায় জয় করেছেন আর সেসব কিছু দিয়েছেন যা সম্পর্কে কেউ ভাবতেও পারত না। বস্তুত তাঁদের সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও মানবতা সকল মুসলমানের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। সাহাবীদের জীবন এমন ছিল যে, নবীকুলের মাঝে অন্য কোন নবীর জীবনে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি (আ.) বলেন, আসল কথা হলো মানুষ যতক্ষণ নিজের কামনা বাসনা এবং স্বার্থ ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত না হয়, সে কিছুই অর্জন করতে পারে না বরং নিজেরই ক্ষতি করে। কিন্তু সে যখন প্রবৃত্তির সকল কামনা বাসনা ও স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে রিক্ত হস্তে ও স্বচ্ছ হৃদয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে যায় তখন খোদা তা'লা তাকে দান করেন এবং স্নেহের সাথে তার হাত ধরেন অর্থাৎ তার সাহায্য করেন। কিন্তু শর্ত হলো মানুষ যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় আর তাঁর পথে লাঞ্ছনা ও মৃত্যুকে সাদরে বরণকারী হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, দেখ! এ পৃথিবী নশ্বর। কেউ এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারে না, কিন্তু এ পৃথিবীকেও সে-ই উপভোগ করে, যে একে খোদার খাতিরে পরিত্যাগ করে। এ কারণেই যে ব্যক্তি খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয় খোদা তা'লা এ পৃথিবীতেই তার জন্য গ্রহণীয়তা সৃষ্টি করে দেন। এটি সেই গ্রহণীয়তা, যার জন্য জগৎপূজারী মানুষ হাজারো চেষ্টা করে যেন কোনভাবে কোন উপাধি লাভ হয়ে যায় বা কোন সম্মানজনক স্থান অথবা রাজদরবারে চেয়ার লাভ হয় আর চেয়ারপ্রাপ্তদের মাঝে তার নাম লেখা হয়। বস্তুত সকল জাগতিক সম্মান তাকেই দেওয়া হয় আর প্রত্যেক হৃদয়ে তারই মাহাত্ম্য ও গ্রহণীয়তা সৃষ্টি করা হয়, যে আল্লাহ্ র জন্য সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে এবং বিসর্জন করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, আর শুধু প্রস্তুতই হয় নয় বরং পরিত্যাগ করে। সারকথা হলো, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে যারা হারায় তাদেরকে সব কিছু দেওয়া হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন– পার্থিব সরকারের স্বার্থে যে ব্যক্তিসামান্য ত্যাগও স্বীকার করে সে এর প্রতিদান পায়। এ পৃথিবীতে তোমরা যদি কিছু দাও বা তাদের জন্য কিছু কর তবে তোমরা প্রতিদান পাও। তিনি (আ.) বলেন, তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য কিছু হারাবে সে কি এর প্রতিদান বা পুরস্কার পাবে না? পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহর পথে যতটা ব্যয় তারা করে এর কয়েকগুণ বেশি পুরস্কার না পাওয়া পর্যন্ত তারা মরে না। আল্লাহ্ কারো কাছে ঋণী থাকেন না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো একথাগুলো মান্য করার মত এবং এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত মানুষের সংখ্যা খুবই কম। এই সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা প্রদর্শনকারী মানুষের আদর্শ বা দৃষ্টান্ত এত উন্নত মহিমায় আমাদের চোখে পড়ে যে, মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়। রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি কেবল তাদের ভালোবাসার দিকই পাল্টে দেয় নি, পূর্বে তাদের ভালোবাসা এক দিকে ছিল পরে তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ দুনিয়া থেকে খোদা মুখী করে দিয়েছেন। বরং তাদের ভালোবাসার মানকে সেই পরম মার্গ ও উচ্চতা দান করেছেন যার দৃষ্টান্ত এরপূর্বে জগতে খুঁজে পাওয়া যেত না। সাহাবীরা প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে সর্বোতভাবে মুক্ত ছিলেন। স্বচ্ছ হৃদয়ে এবং বিশুদ্ধচিত্তে শুধুমাত্র খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে তাঁরা নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেছেন। অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে খোদা তা'লাও প্রভূত দানে ভূষিত করেন এবং অশেষ দানে সম্মানিত করেন। সাহাবীদের জীবনে আমরা এমন দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। হুজুর আনোয়ার বলেন, এখন কয়েকজন সাহাবীর উদাহরণ তুলে ধরব (যা থেকে বুঝা যাবে যে,) কীভাবে তাঁরা নিজেদের প্রবৃত্তিকে খোদা তা'লার ইচ্ছার অধীনস্থ করেছিলেন আর কত মহান আদর্শ তাঁরা প্রদর্শন করেছেন।

হযরত এবাদ বিন বাশার একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। পূর্ণ যৌবনে প্রায় ৩৫ বছর বয়সে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তাঁর ইবাদত এবং কুরআন তিলাওয়াত –সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এক রাতে রসূলে করীম (সা.) তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হন। তখন মসজিদ থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ আসছিল। তিনি (সা.) বলেন, এ আওয়াজ কি এবাদের? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করলাম তঁ ার আওয়াজই মনে হচ্ছে। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) তাঁর জন্য এ দোয়া করেন যে, 'হে আল্লাহ্! এবাদের প্রতি কৃপা কর।' তাঁরা কত সৌভাগ্যবান মানুষ ছিলেন, যারা নিজেদের রাতইবাদত ও কুরআনের তিলাওয়াতে অতিবাহিত করে সরাসরি মহানবী (সা.)-এর দোয়া লাভ করতেন। হযরত এবাদ নিজের এক স্বপ্নের ভিত্তিতে দৃঢ়বিশ্বাস রাখতেন যে, তিনি শহীদের মর্যাদা লাভ করবেন। তাঁর এই স্বপ্ন ইয়ামামার যুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করে আর পরম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে তিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।

ইতিহাস আমাদেরকে আরেক সাহাবী সম্পর্কে অবহিত করে, যার নাম হারাম বিন মালহান। এই যুবক অন্যান্য যুবক ও সাধারণ মানুষকে কুরআন শেখানো এবং গরীব ও আসহাবে সুফফার সেবায় অগ্রগামী থাকত। বনি আমের–এর এক প্রতিনিধি দল যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করে যে, আমাদের গোত্রে তবলীগ করার জন্য কিছু লোক পাঠান, যেন আমরাও ইসলাম সম্পর্কে অবগত হতে পারি আর আমাদের গোত্রের মানুষেরাও ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। তখন রসূলে করীম (সা.) হারাম বিন মালহানকে আমীর নিযুক্ত করে বনী আমেরের প্রতি একটা প্রতিনিধি দল পাঠান। এই প্র তিনিধি দল সেখানে পৌঁছলে হযরত হারাম বিন মালহানের সন্দেহ হয় যে, কোন দুরভিসন্ধি আছে। তিনি তার সঙ্গীদের বলেন যে, সাবধানতামূলক পদক্ষেপ নেয়া উচিত। সবার একত্রে যাওয়া উচিত নয়, কেননা সবাইকে যদি এরা ঘিরে ফেলে তাহলে একই সময়ে ক্ষতি করতে পারে। তাই তোমরা সবাই এখানেই অবস্থান কর, আমি এবং অন্য এক সাথি যাচ্ছি, যদি আমাদের সাথে তারা সঠিক ব্যবহার করে তাহলে তোমরাও এসে যেও, আর যদি তারা আমাদের ক্ষতি করে তাহলে তোমরা পরিস্থিতি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিবে যে, কী করা উচিত, ফিরে যাবে, নাকি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, নাকি সেখানেই অবস্থান করবে, পরিস্থি তি যেমনই হোক। হযরত হারাম বীন মালহান এবং তার সাথি তাদের কাছে গেলে বনী আমেরের সর্দার এক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে, আর সে পিছন দিক থেকে হারাম বিন মালহানের ওপর বর্শারআঘাত করে। তার ঘাড় থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। তিনি সেই রক্ত নিজের হাতে নেন এবং বলেন, কাবা শরীফের প্রভু র কসম! আমি সফল হয়ে গেছি। কাবার প্রভুর কসম, আমি সাফল্য পেয়েছি। এরপর তার অন্য সাথিকেও শহীদ করা হয়। আর এরপর রীতিমত আক্রমণ করে বাকি যারা ছিল,তারা ৭০জন ছিলেন,দু'একজন ব্যতিতসবাইকে শহীদ করা হয়। নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে প্রতারণামূলকভাবে তাদেরকে যখন শহীদ করা হচ্ছিল তখন তারা দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! আমাদের এই ত্যাগ তুমি গ্রহণ কর আর আমাদের এই অবস্থা সম্পর্কে মহানবী (সা.) কে তুমি অবহিত কর কেননা এখান থেকে সংবাদ পাঠানোর কোন উপায় নেই। মহানবী (সা.)-কে হযরত জিবরাঈল (আ.) সাহাবীদের সালাম পৌঁছিয়েছেন আর সেখানকার পরিস্থিতি এবং শাহাদত সম্পর্কে অবহিত করেন যে, তাদের সবাইকে শহীদ করা হয়েছে। আমি যেমনটি বলেছি, তারা ৭০জন ছিলেন। আর এই শাহাদতের ফলে তিনি (সা.) গভীরভাবে মর্মাহত হন, তিনি ৩০ দিন পর্যন্ত সেসব গোত্রের বিরুদ্ধে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তাদের মাঝে যারা এই অন্যায় করেছে তু মি স্বয়ং তাদেরকে পাকড়াও কর বা ধৃত কর। মহানবী (সা.) এইসব শাহাদতকে সুমহান শাহাদত আখ্যায়িত করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই প্রেম, ভালোবাসা এবং ধর্মের খাতিরে মহান এই ত্যাগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন যে, ভালোবাসা এমন এক জিনিস যা সব কিছু করতে বাধ্য করে। এক ব্যক্তি, যে কাউকে ভালোবাসে, সে প্রেমাস্পদের জন্য হেন কর্ম নেই যা করে না। এরপর তিনি (আ.) দুনিয়াদার লোকদের একটি দৃষ্টান্ত দেন যে, এক মহিলা কারো প্র তি প্রেমাসক্ত হয়ে যায়, তাকে টেনেহিঁচ ড়ে নিয়ে আসা হতো এবং বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দেয়া হতো, সে মার খেত কিন্তু বলত যে, আমি এতে স্বাদ বা আনন্দ পাই। যেখানে অলিক প্রেম ও ভালোবাসা আর পাপাচার ও কদাচারে পর্যবসিত প্রেমের ক্ষেত্রে সমস্যা ও বিপদাপদ সহ্য করার মাঝে এক প্রকার আনন্দ নিহিত থাকে, সেখানে একটু ভাব এবং চিন্তা করে দেখ, যে ব্যক্তি খোদার অন্তরঙ্গ প্রেমিক এবং খোদার ঐশী আস্তানায় নিবেদিত হওয়ার বাসনা রাখে, সে সমস্যা ও বিপদাপদের সময় কতটা আনন্দ পেতে পারে। সাহাবায়ে কেরাম রিজওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিমের অবস্থা দেখ, মক্কায় হেন কোন কষ্ট নেই যার তারা সম্মুখীন হন নি। তাদের কতক ধরা পড়েছেন, বিভিন্ন প্রকার সমস্যা ও কষ্টে তারা ক্লিষ্ট হয়েছেন। পুরুষের কথা বাদই দিলাম, কতক মুসলমান নারীরসাথে এরূপ কঠোরতা করা হয়েছে যে, তার ধারণায়ও শরীর কেঁপে উঠে। তারা যদি মক্কাবাসীদের সাথে মিলিত হতো বা আপোশ করত তাহলে তারা বাহ্যত তাদের খুব সম্মান করত, কেননা তারা তাদের আত্মীয়ই ছিল। কিন্তু ে সই বিষয়টি কী ছিল যা তাদেরকে সমস্যা এবং বিপদাপদের তুফানের মুখেও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। তা সেই আনন্দ এবং স্বাদের প্রস্রবণই ছিল যা সত্যের প্রতি ভালোবাসার কারণে তাদের বক্ষ থেকে প্রস্ফুটিত হত।

তিনি (আ.) বলেন, বস্তুত সেই স্বাদ ও আনন্দ যা আল্লাহ্র সত্তায় লাভ হয়, এরপর মানুষ এক কীটের মত পিষ্ট হয়ে মৃত্যু বরণকেও সাদরে বরণ করে। যেভাবে সেই সাহাবী বলেছিলেন যে, আমি কাবার প্রভুকে পেয়েছি, প্রেমের যে পরম মার্গ ছিল, সে পর্যায়ে আমি পৌঁছে গেছি। তিনি বলেন, কঠিন থেকে কঠিন কষ্ট সহ্য করাও মু'মিনের জন্য সহজ মনে হয়। সত্য বলতে মু'মিনের পরিচয়ই হল, সে নিহত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তিকে যদি বলা হয়, খ্রিষ্টান হয়ে যাও নয়তো

তোমাকে হত্যা করা হবে, তখন দেখা উচিত যে, তার ভেতর থেকে কী আওয়াজ উদ্ভূত হয়! সে কি মৃত্যুর জন্য মাথা পেতে দিচ্ছে, নাকি খ্রিষ্টান হওয়াকেই প্রাধন্য দিচ্ছে। সে যদি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তাহলে সে সত্যিকার মু'মিন নতুবা সে কাফের। এক কথায় সেসব সমস্যা যা মু'মিনদের ওপর আপতিত হয় তাতে অভ্যন্তরীণভাবে এক স্বাদ ও আনন্দ থাকে। একটু চিন্তা করে দেখ, এসব সমস্যা যদি উপভোগ্য না হতো তাহলে নবীগণ (আ.) বিপদাপদ বা কষ্টের দীর্ঘ সময় কীভাবে সহ্য করতেন।

হুজুর আনোয়ার বলেন আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি সাহাবীদের মধ্যে এমন এক প্রেরণা সঞ্চার করেছিল যে, যাওয়ার কালেও অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ও তারা এটি বলতেন, যেমনটি আমরা শুনেছি যে, কাবার প্রভুর কসম, আমরা সফল হয়েছি। আমরা খোদাকে পেয়েছি। কিন্তু এরা সেই শ্রেণির মানুষ ছিলেন যারা পুণ্যকর্ম করতেন, তাদের ওপর যখন নির্যাতন করা হতো তখন সেই অত্যাচার সহ্য করতে গিয়ে তারা ত্যাগ স্বীকার করতেন, তারা নিজেরা অত্যচারী হয়ে উঠতেন না যেমনটি বর্তমান যুগের কতক গোষ্ঠি আরম্ভ করেছে। এরা আবার বলে যে, আমরা শহীদ হয়ে গেছি বা শহীদ হয়ে গেলে জান্নাতে চলে যাব। সে সব সাহাবী এমন মানুষ ছিলেন না, তাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন, অন্যায়ের প্রসারকারী ছিলেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহুদের যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি তাঁর ছেলেকে বলেন, সর্ব প্রথম আমি শাহাদত বরণ করব, হয়ত স্বপ্ন দেখেছিলেন বা আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অবহিত করেছিলেন। এমনটাই হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্র শাহাদত এবং কুরবানীকেও আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে ফলপ্রদ করেছেন, এর উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, আব্দুল্লাহ্র পুত্রকে উদাস ও মর্মাহত দেখে মহানবী (সা.) সমবেদনা প্রকাশের পর বলেন, আমি তোমাকে এমন একটি কথা বলছি যা তোমাকে আনন্দিত করবে। তিনি (সা.) বলেন, শাহাদতের পর আল্লাহ্ তা'লা তোমার পিতাকে নিজের সামনে বসিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমার যে বাসনাই আছে তা আমার কাছে ব্যক্ত কর, আমি তোমার সে বাসনা পূর্ণ করব। হযরত আব্দুল্লাহ স্বীয় প্রভুর সামনে নিবেদন করেন, হে আমার খোদা! আমি তো দাসত্বের দায়িত্বই পালন করি নি, কোন্ মুখে তোমার কাছে কোন বাসনা ব্যক্ত করব? তারপরও বলেন, আমি তোমার দাসত্বের দায়িত্ব তো পালন করি নি। তোমার দয়া ও কৃপাবশত যা দিবে তা-ই আমার জন্য যথেষ্ঠ। এরপর নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্! তু মি যদি আমার বাসনার কথা জিজ্ঞেসই কর, তাহলে আমার বাসনা কেবল এটিই যে, আমাকে তুমি পুনরায় পৃথিবীতে ফেরত পাঠাও যেন তোমার নবীর সাথি হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারি এবং পুনরায় শহীদ হয়ে আসি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি এই অমোঘ সিদ্ধান্ত করে রেখেছি যে, যাকে একবার মৃত্যু দেই সে আর দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে প্রেরিত হয় না। তাই এই বাসনা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে আরেক জন সাহাবী হলেন হযরত আমর বিন জমুহ্। তাঁর কুরবানীর প্রেরণা এবং শাহাদতের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, পায়ের কষ্টের কারণে তার সন্তানেরা তাকে বদরের যুদ্ধে যোগ দিতে দেয় নি। কিন্তু ওহুদের যুদ্ধের সময় তিনি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, আমার সন্তানেরা আমার পায়ের কষ্টের কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণে আমাকে বাঁধা দিচ্ছে, কিন্তু আমি আপনার সাথে এই জিহাদে অংশ নিতে চাই। আর নিবেদন করেন যে, খোদার কসম, আমি আশা করি আল্লাহ্ তা'লা আমার আন্তরিক বাসনা পূর্ণ করবেন এবং আমাকে শাহাদতের মর্যাদা দান করবেন আর আমি আমার খোঁড়া পায়ের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করব। মহানবী (সা.) বলেন, পঙ্গুত্বের কারণে তোমার জন্য জিহাদ করা যদিও আবশ্যক নয় কিন্তু তুমি যদি এই বাসনাই রেখে থাক তাহলে যুদ্ধে যোগ দিতে পার। অতএব হযরত আমর যুদ্ধে যোগ দেন আর তিনি ওহুদের প্রান্তরে শহীদ হন।

হুজুর আনোয়ার বলেন, সুতরাং তারা ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন, দৃঢ়বিশ্বাসেও অগ্রগামী ছিলেন। যে কোন সাহাবীর জীবনীকে নিন, তাঁরা নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা আর আল্লাহ্র খাতিরে জীবনের নজরানা উপস্থাপনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। আবু তালহা আনসারীরও ওহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদার পক্ষ থেকে যে সংবাদ আসে তা অবশ্যই পূর্ণ হয়। বাহ্যিক উপকরণ কী জিনিস? তা কিছুই নয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার পথে বের হলে **'মুরাগামান কাসিরা'** পাবে। বিশুদ্ধ নিয়্যতে যে বের হয় আল্লাহ্ তার সাথে থাকেন, বরং মানুষ যদি অসুস্থ হয় তাহলে তার অসুস্থতা দূর হয়ে যায়। তিনি বলেন, সাহাবীদের দৃষ্টান্ত দেখ! বস্তত সাহাবীদের জীবনাদর্শ এমন, যা সমগ্র নবীকূলের দৃষ্টান্ত তুল্য। আল্লাহ্ তা'লা কেবল আমল পছন্দ করেন। তারা মেষপালের মত নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আ.) সত্যতা সম্পর্কে হাওয়ারীদের সন্দেহ ছিল, সে কারণেই তারা খাদ্যের দাবি করে এবং বলে, وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا (সূরা আল মায়েদা : ১১৪) অর্থাৎ যেন তোমার সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণ হয়ে যায়। এটি থেকে বুঝা যায় যে, খাদ্য নাযিলের পূর্বে তাদের অবস্থা نَعْلَمَ পর্যায়ের ছিল না। এরপর তারা অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম যে কষ্টকর জীবন যাপন করেছেন তার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি (আ.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের জামা'ত কত বিস্ময়কর জামা'ত ছিল! তাঁরা একান্ত সম্মানিত এবং অনুকরণীয় জামা'ত ছিল। তাদের হৃদয় দৃঢ়বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল। বিশ্বাস সৃষ্টি হলে ধীরে ধীরে প্রথমে ধনসম্পদ বিসর্জন দিতে মন চায় আর এ বিশ্বাস যখন বৃদ্ধি পায় তখন বিশ্বাসী ব্যক্তি খোদার খাতিরে জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে তাদের এই দৃঢ়বিশ্বাসও ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এ সব সাহাবীর দৈনন্দিন বিষয়াদিও রসূল প্রেমের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। তাঁরা ভালোবাসা প্রকাশের জন্য সুযোগের সন্ধানে থাকতেন। প্রথম দিকে নিকটাত্মীয়দেরও তবলীগ করতে সাহাবীদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো, কোন ক্ষেত্রে পুত্র মুসলমান হলে পিতা মুসলমান নন, সেখানে সমস্যা দেখা দিত, আবার কোন ক্ষেত্রে কোন দুর্বল পুরুষ বা নারী মুসলমান হলে অন্যান্য আত্মীয়রা কষ্ট দিত বা ঘৃণা প্রকাশ করত। হযরত আমর বিন জমুহ্‌র পূর্বে তার পুত্র বয়আত করেছিলেন। পিতা ছিলেন মুশরেক। পিতাকে তবলীগ করার জন্য অন্য কোন রাস্তা না পেয়ে পিতার সেই মূর্তি বা প্রতিমা, যা ঘরে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছিল, প্রতিদিন রাত্রে সেটি উঠিয়ে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতেন। যার ফলে তার পিতার রাগ হত। অবশেষে একদিন আমর বলেন, সেই মূর্তি বা প্রতিমা যাকে আমি খোদা বানিয়ে রেখেছি, সে নিজের আত্মরক্ষায় ব্যর্থ, সে আমার সুরক্ষার বিধান কীভাবে করতে পারে? ফল স্বরূপ তিনি ইসলাম কবুল করেন।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসার যেই রীতি ছিল আর তাঁর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে খোদার সাথে এসব সাহাবীর যে সম্পর্কবন্ধন রচিত হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লাও যে এই সাহাবীদেরকে অনেক সময় সরাসরি অনুগ্রহে ধন্য করতেন বা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে ধন্য করতেন- এর উল্লেখও সাহাবীদের মর্যাদাকে তুলে ধরে।

হযরত উবাই বিন কাব (রা.) খোদার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বিশেষ মর্যাদায় উপনীত ছিলেন। বুখারীতেও এই রেওয়ায়েত উল্লিখিত রয়েছে যে, একবার রসূলে করীম (সা.) তাকে সম্বোধন করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেনতোমাকে কুরআন পড়ে শোনাই। মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীকে বলছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বলেছেন যে, আমি যেন তোমাকে কুরআন পড়ে শোনাই। হযরত উবাই বিন কাব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা কি আমার নাম নিয়ে এটি বলেছেন! সেই খোদা, যিনি সারা বিশ্ব জগতের অধিপতি, আমার নাম নিয়ে বলেছেন যে, আমাকে যেন কুরআন পড়ে শোনানো হয়। রসূলে করীম (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তোমার নাম নিয়ে বলেছেন। হযরত উবাই বিন কাব তখন আবেগের তাড়নায় কেঁদে উঠেন। যাহোক মহানবী (সা.) তাকে **লাম ইয়া কুনিল্লাযিনা কাফারু** সূরা অর্থাৎ সূরা আল বাইয়্যেনাহ্ পাঠ করে শুনান। পরবর্তীতে একবার যখন কেউ হযরত উবাই বিন কাবকে জিজ্ঞেস করে, আপনি তো এটি শুনে খুবই আনন্দিত হয়ে থাকবেন, এতে তিনি উত্তর দেন- আল্লাহ্ তা'লা যেখানে বলেছেন: আল্লাহ্‌র ফযল ও কৃপা দেখে এবং স্মরণ করে আনন্দিত হবে, তাহলে আমি কেন আনন্দিত হব না।

হুজুর (আই.) বলেন, এরা ছিল সেইসব সাহাবী, যারা উন্ন তি করতে করতে উন্নতির পরম মার্গে পৌঁছেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অবশেষে সাহাবীরা তা লাভ করেছেন যা পৃ থিবী কখনও লাভ করে নি। আর তা দেখেছেন যা পৃথিবী কখনও দেখে নি। সাহাবায়ে কেরামের যুগকে যদি দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, তারা খুবই সরলপ্রাণ ছিলেন। একটি বর্তনকে বার্নিশ করলে যেভাবে তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, ঠিক এমনই ছিল তাদের হৃদয়, যা ঐশী বাণীর আলোতে আলোকিত আর প্রবৃত্তির পঙ্কিলতার মরিচা থেকে ছিল সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। তারা যেন قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا (সূরা শামস: ১০)-এর সত্যিকার সত্যায়নস্থল ছিলেন। পুনরায় তিনি বলেন, সাহাবারা এমন পরম নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন যে, তারা শুধু প্রতিমা পূজা বা সৃষ্টি পূজা থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেন নি, (অর্থাৎ মানুষের পূজা করা থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেন নি, মানুষের তোষামোদ করা এবং তাদের কাছে মিনতি করাও এক ধরনের পূজাই হয়ে থাকে) বরং তাদের ভিতর থেকে জগতের প্রতি মোহ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায় এবং তারা খোদাকে দেখা আরম্ভ করেন। পরম উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে খোদার পথে তারা এমনভাবে নিবেদিত ছিলেন যে, তাদের প্রত্যেকেই যেন ইব্রাহিম ছিলেন। পুনরায় তিনি বলেন, মহানবী (সা.) ছিলেন এক দেহতুল্য আর তাঁর সাহাবীরা ছিলেন তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গতুল্য।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে সাহা বীদের মর্যাদা চেনার এবং বুঝার আর তাদের জীবনাদর্শ অনুসরণে নিজেদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মানকেও উন্নত করার বা বৃদ্ধি করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

Khulasa Khutba Jumma (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 9th March 2018

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B